TYPES OF RURAL SETTLEMENT

আজকের বিষয়বস্তু হলো TYPES RURAL SETTLEMENT. তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন এতে বিভিন্ন রকম ভাবে ব্যাখ্যা করা আছে তো আমি তোমাদেরকে আজকে এ বিষয়ে যতটা সম্ভব স্পষ্ট ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব।

TYPES বলতে বসতি ভূগোলের ক্ষেত্রে বোঝাচ্ছে একটি বসতি আরেকটি বসতির সাথে যে নির্দিষ্ট দূরত্ব উপর নির্ভর করে অবস্থান করছে তাকে। আর এই দূরত্বের ওপর নির্ভর করেই বসতিতে টাইপস চার প্রকারের হয়েছে। এগুলি হল নিম্নরূপ।

1.Compact rural settlement - কোনো বিশেষ সুবিধার জন্য যখন কোনো স্থানে অনেক বাড়ি একত্রে অবস্থান করে তখন তাকে নিবিড় বসতি বলে।

বৈশিষ্ট্য :

১. উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা দেখা যায়।

২. বসতিগুলো পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠে।

৩. শিক্ষার হার ও পরিবহন ব্যবস্থা ভালো।

৪. এ ধরনের বসতিতে সমবায় কৃষি পদ্ধতি দেখা যায়।

৫. ২০০-৪০০ পরিবার একসঙ্গে বাস করে।

সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট স্থানে যখন চারিদিক থেকে একাধিক রাস্তা এসে মিলিত হয় তখন সেই রাস্তার গুলির চারপাশে যে বসতি গড়ে ওঠে তারা একত্রে ঘনবসতির রূপ নেয় একে আমরা কম্প্যাক্ট বা গোষ্ঠীবদ্ধ বাস্টার্ড বলব। ভারতবর্ষের মতো দেশে এই ধরনের বসতি সাধারণত বর্ধিষ্ণু কোন গ্রামের বাজার কে কেন্দ্র করে হয় বা এমন কোন স্থানকে কেন্দ্র করা হয় যা অতি গুরুত্বপূর্ণ অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান কে চারপাশের সাথে সংযুক্ত করার জন্য যে পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে বা রাস্তাঘাট তৈরি হয় তার চারপাশে বসতি তৈরি হয় এবং সেগুলো একত্রিত হয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতির চেহারা নেয়।

একইসঙ্গে অনেকগুলি পরিবার একত্রিত হয়ে সমষ্টিগত ভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে তোলে। এটি ঘন সন্নিবিষ্ট প্রকৃতির জনবসতি। এই বসতিকে পিন্ডাকৃতি বসতিও বলা হয়ে থাকে। উর্বর মৃত্তিকা, অনুকূল ভূপ্রকৃতি, জল প্রভৃতি কারনে এধরনের বসতি গড়ে ওঠে। যেমন -- গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে সঙ্ঘবদ্ধ বসতি দেখা যায়। রৈখিক বসতি হল এক বিশেষ প্রকার গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি। কোনো স্থানে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে অনেকগুলি পরিবার একত্রে সারিবদ্ধভাবে একসঙ্গে বসবাস করলে যে রেখার ন্যায় বসতির উদ্ভব হয়, তাকে রৈখিক বসতি বা দন্ডাকৃতি বসতি বলে। সাধারণত উপকূল রেখা, সড়ক বা রেলপথের দুপাশে, পুকুর বা নদীর পাড় বরাবর এধরনের বসতি গড়ে ওঠে। যেমন -- পশ্চিমবঙ্গের দীঘা-কাঁথি উপকূল, দমদম-বনগাঁ রেলপথ প্রভৃতি অঞ্চলে রৈখিক বসতি গড়ে উঠেছে।

2.semi-compact rural settlement- এই ধরণের বসতিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিষ্পত্তির একটি সীমিত অঞ্চলে ক্লাস্টারিংয়ের প্রবণতার ফলে ঘটতে পারে। প্রায়শই এই জাতীয় প্যাটার্ন একটি বৃহত কমপ্যাক্ট গ্রামের বিচ্ছিন্নকরণ বা খণ্ডিত হতেও পারে।অথবা যখন কোনও একটি গ্রামের কোনও নির্দিষ্ট স্থানে ধিরে ধীরে বিকাশ বা উন্নতি হলে বসতির সংখ্যা বাড়তে থাকে। অর্থাৎ এই বসতি ধীরে ধীরে clustered বসতিতে পরিনত হবে বলে আশা করা যায়।

3. hamleted rural settlement- কখনও কখনও এক একটি বসতি বেশ কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত হয়ে একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে একটি সাধারণ নাম ধারণ করে। এই ইউনিটগুলিকে স্থানীয়ভাবে পান্না, পারা, পল্লী, নাগলা, ধানি ইত্যাদি বলা হয়। একটি বৃহত গ্রামের এই বিভাজনটি প্রায়শই সামাজিক এবং জাতিগত কারণে অনুপ্রাণিত হয়। যেমন জেলে পাড়া, ডোম পাড়া, প্রভিতি।

হ্যামলেট (Hamlet) হল প্রকৃতপক্ষে গ্রামের প্রধান অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক-একটি পাড়া বা উপগ্রাম (Satellite village) |

বৈশিষ্ট্য

- এগুলি সাধারণত গ্রামের প্রধান অংশ থেকে একটু দূরে অবস্থান করে। ক্ষেত্রমান বা পরিসরে এরা বেশ ছাোটো।
- এই বসতিগুলির নামের শেষে টোলা বা টুলি (যেমন—পূর্বতন কুমাোরটুলি ও আহিরিটোলা) বা নামের আগে ছাোটো বা পট যুক্ত থাকে।
- এই ধরনের বসতিগুলিতে প্রধানত তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণির লাোকেরা বাসকরে।

উদাহরণ : অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের আরাকু ভ্যালির কাছে কোট্টাভালাসা ও পাপুড়াভালাসা হ্যামলেট বা ক্ষুদ্র গ্রামের উদাহরণ।

4.dispersed rural settlement যখন একটি পরিবার অপর একটি পরিবার থেকে দূরে অবস্থান করে এবং একটি বাড়ি থেকে অপর বাড়ির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকে, তখন তাকে বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন বসতি বলে।

বিক্ষিপ্ত বসতি (ইংরেজি: **dispersed** or **scattered settlement**) হচ্ছে মানববসতির এক ধরনের সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন, যা ইংল্যান্ড ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানের গ্রামীণ বসতিসমূহের শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভূদৃশ্য (*landscape*) ইতিহাসবিদগণ ব্যবহার করে থাকেন। এ ধরনের বসতিতে সাধারণত, কোন

এলাকাজুড়ে কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন খামারবাড়ি বিদ্যমান থাকে।[১] বিক্ষিপ্ত বসতি এবং গোষ্ঠীবদ্ধ গ্রাম (*nucleated village*) পরস্পরের বিপরীত প্রকৃতির। যেমন -- অস্ট্রেলিয়ার ডাউনস্ তৃণভূমিতে ; হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে ; ছোটোনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে এই প্রকার বসতি দেখা যায়।

বৈশিষ্ট্য :

১. কৃষিজমির মাঝখানে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে।

২. এ ধরনের বসতির দুই-চারটি বাড়ি থাকতে পারে।

৩. পরিবারের আকার বাড়ার কারণে বিক্ষিপ্ত বসতির সংখ্যা বাড়ছে।